দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 09-JAN 1994 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

28

শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের শপথ নিয়েছি ঃ শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দিনাজপুর, ৮ জানুয়ারী।– আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস সমূলে উৎখাতের প্রতিজ্ঞা নিয়েছি। শনিবার বিকালে দিনাজপুরের ইতিহাস খ্যাত গোরা শহীদ মাঠে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন, একদল ছাত্র শিক্ষাঙ্গনে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘুরছে। সন্ত্রাসের জন্য জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বার বার বন্ধ হচ্ছে। আমরা নির্বিঘ্ন শিক্ষা পরিবেশ চাই, ছাত্র–ছাত্রীদের জীবনের নিশ্চিত নিরাপত্তা চাই

শেখ হাসিনা বলেন, দেশে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির উন্নয়ন ও প্রসার ঘটেছে সবচেয়ে বেশী। এবং এসব বন্ধের ব্যাপারে সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তিনি বলেন, বিরোধীদল দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাধা দিচ্ছে বলে সরকার বার বার অভিযোগ আনছেন, এটা আদৌ সত্য নয়। বরং এটা সত্য যে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে সরকার বিভিন্ন কৌশলে দোষারোপ করছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি জনগণকে দেয়া নির্বাচনী ওয়াদা পালন

(৫–এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শেখ হাসিনা

করেনি। বিএনপি সরকারের কাজকর্মে জনগণের আশা আকাংক্ষা প্রতিফলিত হয়নি। গণতন্ত্রের পরিবর্তে বিএনপি দেশে 'দলতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেছে। কলকারখানা বেসরকারী খাতে বিক্রি, ভর্তুকি প্রত্যাহার করে সার ও সেচযন্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি এবং বকেয়া কৃষিঋণ আদায় করতে সার্টিফিকেট মামলা ও ক্রোকী পরোয়ানা জারীর ঘটনায় তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ নেত্রী সকলকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানান।

দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুর রউফ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান, প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব আবদুর রাজ্জাক, এডভোকেট এম আবদুর রহিম এমপি, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা জনাব আবদুল মান্নান প্রমুখ।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা–চেতনাকে রক্ষা করতে হলে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেশে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকারের প্রতি আহবান জানান। কেন্দ্রীয় নেতা জনাব আবদুর রাজ্জাক বলেন, বর্তমান সরকারের হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ নয়।

শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে জনসভায় জেলা সিপিবি, গণফোরাম ও গণতন্ত্রী পার্টির শীর্ষ স্থানীয় ৩৫ জন নেতা ও শতাধিক কর্মী আওয়ামী লীগে যোগদানের ঘোষণা দেন।